পরিভ্রমণের আলোতম আখ্যান

গৌরশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়

কবিতা-চর্চার মানসযাত্রায় জীবনবোধের যে অভিজ্ঞান, যে খণ্ডভাবনা থাকে তা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য কবিতায় সমসাময়িক আঁচটুকুর উদ্ভাবন এই সময়ের কবিতায় অতি স্পষ্টতায় অনুভব করা যায়। জটিল কুয়াশাচ্ছন্ন আবরণ সরিয়ে তাই প্রকৃত জীবন কাহিনি যেন উঠে আসে রচিত আখ্যানে। অবচেতন মনের ক্রিয়ায় ও আঙ্গিকে অবাধ গোপন স্তরগুলি ধীরে ধীরে খুলে যায়। নিশ্চিতভাবে জীবনের গভীর অবস্থানকে বিস্তৃত করার জন্য অস্তিবাদী ভাবনায় শুরু হয় এক অনন্ত যাত্রা।

এই যাত্রায় স্বপ্নের আলোড়ন আর সমকালীন নাগরিক ভাবনায় চলতে চলতে আমরাও এক সময় পা মেলাতে থাকি—এই সফর শুরু হয় কবি স্মরণজিৎ চক্রবর্তীর সম্প্রতি প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'পরিগন্ধের শহর' পড়তে পড়তে। এই গ্রন্থের কবিতার প্রতিটি মুহূর্তে রয়েছে উদ্বিগ্ন আত্মচিন্তা, জাগতিক আবিষ্কারের ভাবনা এবং পরিভ্রমণের আখ্যান। কবিতার সূচি তৈরি হয়েছে পাঁচটি পর্বের নামকরণে যেখানে 'পরিগন্ধের শহর' যেন এক অন্তরঙ্গ অনুসন্ধানের কথায় ভরপুর। জীবনের ছবি ক্রমশই চলে আসে এক ভিন্ন আত্মচিন্তায় 'কে জানি শুধু ডাকটিকিট পাঠায় তোমাকে...কোথায় জানি যাবার কথা ছিল...ছমছমে একটা রাস্তার কথা ছিল...কিন্তু কিছুই হল না' (নির্জন)।

খণ্ডভাবনা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য কবিতায় সমসমায়িক উন্মোচন খুব সহজে স্মরণজিৎ করতে পারেন। সত্য কথনের অভিপ্রায় তাঁর কণ্ঠস্বর উদ্বেল হয় 'আপনাকে আমার আজও মনে আছে। আপনি/গাছগুলোকে জল দিতেন আর মেঘ দেখতেন একা...' (আপনি) কিংবা বিভাবের জগতে ফিরে আসতে মনে পড়ে 'নতুন খুচরো' পর্বে স্মরণজিৎ ক্রমশ কবিতায় ছন্দ ভাবনায় দৃশ্যজগতের কৌতুক এনেছেন যেমন : 'সত্যি কী বলে গেলে এরকম দিনে? 'দিবসে আন্ধার হৈল শ্রীমুরারি বিনে' কিংবা 'ভূতের রাজা আমি ফিরিয়ে দিয়েছি তিন বর/ঘোড়াকে গজের মুখে বাড়িয়ে দিয়েছি চার ঘর' (তোমার আমার)। মায়াময় স্মৃতিকল্পের মধ্যে যে হাওয়া ছুঁয়ে যায় স্মরণজিৎ তার কাছে ঋণী। ভাল লাগে মিথ্যুক, রোদ, উদ্ভিদ, খণ্ড সমগ্রের কবিতাগুলি এবং অন্যান্যও। প্রচ্ছদ সুন্দর যেন স্মৃতিকল্পের ভ্রমণ।

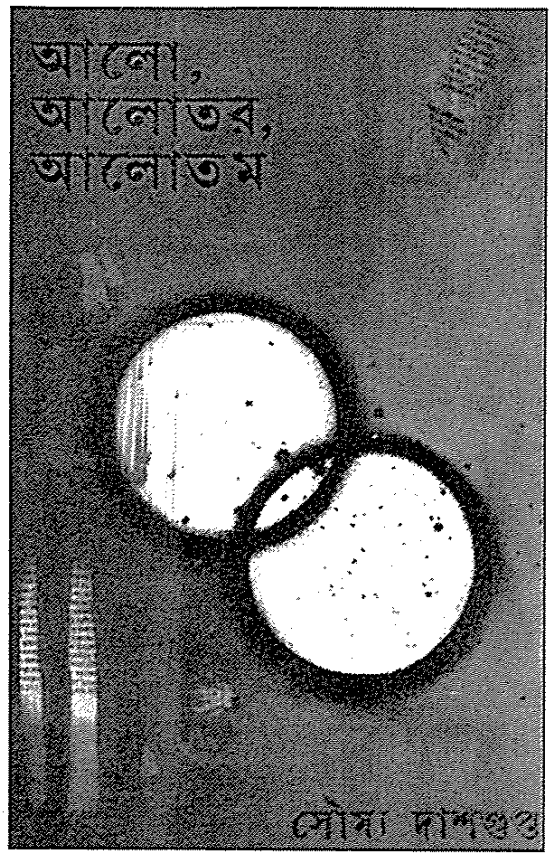

সৌম্য দাশগুপ্তর কাব্যগ্রন্থের নাম 'আলো, আলোতর, আলোতম'। তার কবিতায় জীবন চেতনার একটি ধারা প্রবল হয়ে উঠেছে, স্মার্ট এবং স্বচ্ছ ইঙ্গিতে পূর্ণ সৌম্যর কবিতা। আটের দশকের শেষদিকে তার লেখালেখি শুরু হলেও অল্প কয়েকদিনের মধ্যে নিজস্ব অন্বয়ে সৌম্য চিহ্নিত হয়ে যান। লেখার পরিপ্রেক্ষিতে খুব স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় ভিতরে ভিতরে এক চোরাস্রোত বয়ে যায় 'জানালার ঠিক নিচে, জলপাইয়ের মুখে, টিমে হাওয়া লেগে/শুকনো দুটো পাতার ভিতরে/আদুরে রোদের ফোঁটা স্যুৎ করে গলে গিয়ে /আলতো করে সন্ধে ঠেলে দিল' (ফ্রেম)। কিংবা জীবনের স্নিগ্ধতায় অন্তর্লীন সংশয়ে সৌম্য যে ঘনিষ্ঠ নাগরিক 'কবিতা কি ব্রেক দেবে, কবিতা তো আয়েষা আখতার /চুলের শুশ্রূষা নিয়ে বসে আছে...' (কবি সম্মেলন)। কবিতায় আছে বিচিত্র ধারার ইঙ্গিত, অনাড়ম্বর ভঙ্গি এবং নিউজ গ্রুপের পালাগান' তো অসামান্য। শিল্পের তাড়না তার কবিতায়, উচ্চারণে, যে কোনও অস্তিত্বে সে স্মার্ট এবং অনেকের চেয়ে আলাদা। ভাল লাগে 'তীর্থযাত্রা, মহানিম, এই তো আমার পথ, চর্চা গীতিকা প্রভৃতি। সৌমী নন্দীর প্রচ্ছদ সত্যি আলোতম।

❑ **পরিগন্ধের শহর, স্মরণজিৎ চক্রবর্তী, হাওয়াকল পাবলিশার্স, কলকাতা-১২৯। ৮০.০০**

❑ **আলো, আলোতর, আলোতম, সৌম্য দাশগুপ্ত, হাওয়াকল পাবলিশার্স, কলকাতা-১২৯। ৮০.০০**